Flood Resilience Alliance

CONCERN worldwide

Practical ACTION

বাংলাদেশে কার্যকর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় সরকারের বাজেট বৃদ্ধি

ছবি : প্র্যাকটিক্যাল এ্যাকশন

ভূমিকা

সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতাবৃদ্ধি, শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড়, নিয়মিত বন্যা এবং এ ধরনের অন্যান্য দুর্যোগের জন্য সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলির মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। দুর্যোগ-ঝুঁকি-প্রবণ এলাকায় বসবাসরত জনগোষ্ঠীসমূহ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিপর্যয়ে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হন।

বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি) হলো সরকারের সর্বশেষ স্তর, যা স্থানীয় জনগণকে বিভিন্ন পরিষেবা প্রদান করে থাকে। এ প্রতিষ্ঠানটি- বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে সুশাসন, উন্নয়ন, স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানের নিজ নিজ ভূমিকা, দায়িত্ব এবং কর্তব্য সম্পর্কে সচেতনতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত একটি 'দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি ২০১৯' (Standing Orders on Disaster 2019- SOD) তৈরি করেছে। ইউপি আইন অনুযায়ী প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদে একটি "ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি-(ইউডিএমসি)" থাকা আবশ্যক। এসওডি অনুযায়ী স্থানীয় পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় ইউডিএমসিকে, দুর্যোগ প্রস্তুতি, প্রশমন, জরুরি সাড়াপ্রদান ও দুর্যোগ-পরবর্তী পুনর্বাসনের দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ইউডিএমসি-সমূহ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বাজেটের অভাবে পুরোপুরি কার্যকর হয়ে উঠতে পারে না।

এই পলিসি ব্রিফটি মূলত তৈরি করা হয়েছে "জুরিখ ফ্লাড রেজিলিয়েন্স প্রকল্প" দ্বারা পরিচালিত 'পোস্ট ইভেন্ট রিভিউ ক্যাপাবিলিটি স্টাডি' থেকে প্রাপ্ত ফলাফল, অংশীজনদের সাক্ষাৎকার এবং ফরিদপুর জেলায় সংঘঠিত ২০২০ এর বন্যা পরবর্তী কয়েকটি ছোট পরিসরে পরিচালিত স্টাডির ভিত্তিতে। এছাড়াও বাংলাদেশের ফরিদপুর, লালমনিরহাট এবং গাইবান্ধা জেলার অধীনে ১৫টি বন্যাপ্রবণ ইউনিয়নে বাস্তবায়িত জুরিখ ফ্লাড রেজিলিয়েন্স প্রকল্পের অংশীজনদের কাজের অভিজ্ঞতার আলোকে এই পলিসি ব্রিফটি সমৃদ্ধ হয়েছে।

এই পলিসি ব্রিফটি যৌথভাবে প্রণয়ন করা হয়েছে জুরিখ ফ্লাড রেজিলিয়েন্স অ্যালায়েন্স-বাংলাদেশ এর পক্ষ থেকে

যোগাযোগ:

আফসারি বেগম
প্রোগ্রাম ম্যানেজার, ফ্লাড রেজিলিয়েন্স-চর
কনসার্ন ওয়ার্ল্ডওয়াইড
afsari.begum@concern.net

তামান্না রহমান
প্রজেক্ট ম্যানেজার, ফ্লাড রেজিলিয়েন্স
প্র্যাকটিক্যাল এ্যাকশন
tamanna.rahman@practicalaction.org.bd

নদী ভাঙ্গনের ফলে অস্থায়ী আশ্রয় নির্মাণ করা হচ্ছে
ছবি: আশিকুল ইসলাম, প্র্যাকটিক্যাল এ্যাকশন, ২০২১

বর্তমান প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশ সরকার জাতীয় থেকে স্থানীয় পর্যায় পর্যন্ত কার্যকর ও সুসংগঠিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং দুর্যোগ মোকাবেলার সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। SOD অনুসারে ইউডিএমসি গঠিত হবে ২৫ ধরনের স্থানীয় অংশীজনের মাধ্যমে এবং এটি সাধারণত ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। ইউডিএমসি মূলত কমিউনিটিকে দুর্যোগের ঝুঁকি সম্পর্কে অবহিত করে এবং দুর্যোগের ঝুঁকি কমাতে তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে কাজ করে। ইউডিএমসির কাছে প্রত্যাশা করা হয় যে, প্রতিটি ইউনিয়নে ইউডিএমসি কমিউনিটির বিপদাপন্নতা এবং ঝুঁকি মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনা, ঝুঁকি হ্রাস কর্ম পরিকল্পনা, কনটিনজেন্সি পরিকল্পনা, স্বেচ্ছাসেবক তালিকা প্রস্তুত এবং তা নিয়মিত হালনাগাদ করা, নিয়মিত সভা পরিচালনা, স্থানীয় সম্পদগুলোর সঠিক ব্যবহার, দুর্যোগ সতর্কবার্তা প্রচার ও দুর্যোগ চলাকালিন এবং দুর্যোগের পরে জনগোষ্ঠীকে সমন্বয়করার কাজ করবে। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ইউডিএমসি-সমূহ এই দায়িত্বগুলির অনেকাংশই পূরণ করতে ব্যর্থ হয়, যা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর বিপদাপন্নতা এবং ক্ষয়ক্ষতির ঝুঁকিটাকে অনেকাংশে বাড়িয়ে দেয়। যদিও দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি (SOD) অনুসারে ইউডিএমসিকে মোট ৬৪টি বিশেষ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাজের সমন্বয় ও পরিচালনা করার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। তবে অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, ইউডিএমসির সদস্যবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ/প্রতিষ্ঠান তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে সচেতন নয়।

স্টাডিতে দেখা গেছে যে, জুরিখ ফ্লাড রেজিলিয়েন্স অ্যালায়েন্স (জেডএফআরএ) এর কর্ম-এলাকার ১৫টি ইউনিয়ন পরিষদের অধিকাংশ ইউডিএমসি পুরোপুরিভাবে সক্রিয় নয়। মূলত আর্থিক সংকট, সক্ষমতার অভাব, সীমিত জ্ঞান সেই সাথে জলবায়ু পরিবর্তন ও অভিযোজন সম্পর্কে সচেতনতার অভাবই ইউডিএমসি'র পুরোপুরি কার্যকর না হওয়ার অন্যতম কারণ। এছাড়াও দেখা গেছে যে দুর্যোগ-পূর্ব, দুর্যোগকালীন এবং দুর্যোগ-পরবর্তী সময়ে SOD এর ম্যান্ডেট অনুযায়ী তাদের যে ভূমিকা ও দায়িত্ব রয়েছে সে সম্পর্কে তাদের সুস্পষ্ট জ্ঞানের ঘাটতি রয়েছে। ১৫টি ইউনিয়নেই দুর্যোগকালীন সময়ে ইউডিএমসির সদস্যবৃন্দ ইউনিয়ন পরিষদের সাথে ত্রাণ বিতরণ ও সমন্বয়কাজ দুর্যোগের সময়ে নিবিড়ভাবে করে যাচ্ছে। তবে, এক্ষেত্রেও দুর্যোগ প্রস্তুতি ও সমন্বয় কাজের অগ্রগতির অনেক সুযোগ রয়েছে।

স্থানীয় পর্যায়ে অর্থায়নের বাস্তবতা

বাংলাদেশের তিনটি বন্যাপ্রবণ জেলা ফরিদপুর, গাইবান্ধা এবং লালমনিরহাটে জেডএফআরএ দ্বারা পরিচালিত প্রকল্পের আওতাভুক্ত ১০টি ইউনিয়নে বন্যা সহনশীলতার জন্য বর্তমান বরাদ্দকৃত বাজেট বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে, বন্যা সহনশীলতা তহবিলে ঘাটতি প্রায় ১০৭,০০০ মার্কিন ডলার থেকে ১.৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এর কাছাকাছি; এবং ইউনিয়ন প্রতি গড়ে তহবিল ঘাটতি ছিল ৬৮৯,০০০ মার্কিন ডলার (খান, ২০২০)। ইউনিয়ন-সমূহে বন্যা সহনশীলতা সংক্রান্ত বরাদ্দ বর্তমান বাজেট মোট বাজেটের ০.২ থেকে ৩৪ শতাংশ। এখানে লক্ষণীয় যে, ইউনিয়নগুলোর বাজেট বরাদ্দ এবং ব্যয় নিরীক্ষণের কোন পদ্ধতি চালু নেই (ওকুরা এবং দত্ত, ২০২০; খান ২০২০)। স্থানীয় পর্যায়ে বন্যা মোকাবেলার জন্য অপর্যাপ্ত অর্থায়ন বন্যার প্রস্তুতি, জরুরী সাড়াপ্রদান এবং পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

স্থানীয় পর্যায়ে অর্থায়ন ঘাটতির প্রভাব

১. স্থানীয় পর্যায়ে ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা বিশ্লেষণ এবং ঝুঁকি হ্রাস কর্মপরিকল্পনা না থাকায় বন্যার ঝুঁকিতে থাকা কমিউনিটিগুলোর ঝুঁকি দিনে দিনে বেড়েই চলেছে এবং এই পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়ানোটাও কঠিন হয়ে পড়েছে।

২. তৃণমূল পর্যায়ে যথাসময়ে সঠিক বন্যার আগাম সতর্কবার্তা প্রচার করার জন্য প্রয়োজনীয় কাঠামো ও সমন্বয় প্রক্রিয়ার অভাব রয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সতর্কবার্তা ইউনিয়ন পরিষদ পর্যায়ে সীমাবদ্ধ থাকে।

৩. ইউডিএমসি কার্যকর না থাকার কারণে বন্যা মোকাবেলার জন্য স্থানীয় পর্যায়ে যে সকল প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করলে বন্যা ঝুঁকি হ্রাস করা সম্ভব হতো তা বাস্তবায়ন সম্ভব হচ্ছে না।

৪. দুর্যোগ-পূর্বপ্রস্তুতি মূলক কার্যক্রমের ক্ষেত্রে ইউডিএমসি গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করার কথা থাকলেও তাদের ভূমিকা এখন শুধু দুর্যোগকালীন সময়ে জরুরি সাড়া প্রদান এবং পুনরুদ্ধার কাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকছে।

৫. স্থানীয় পর্যায়ের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এখনও বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই দুর্যোগকালীন সাড়াদান কেন্দ্রীক। দুর্যোগ প্রস্তুতিমূলক কার্যাবলি এখনও তেমনভাবে অগ্রাধিকার পায়নি।

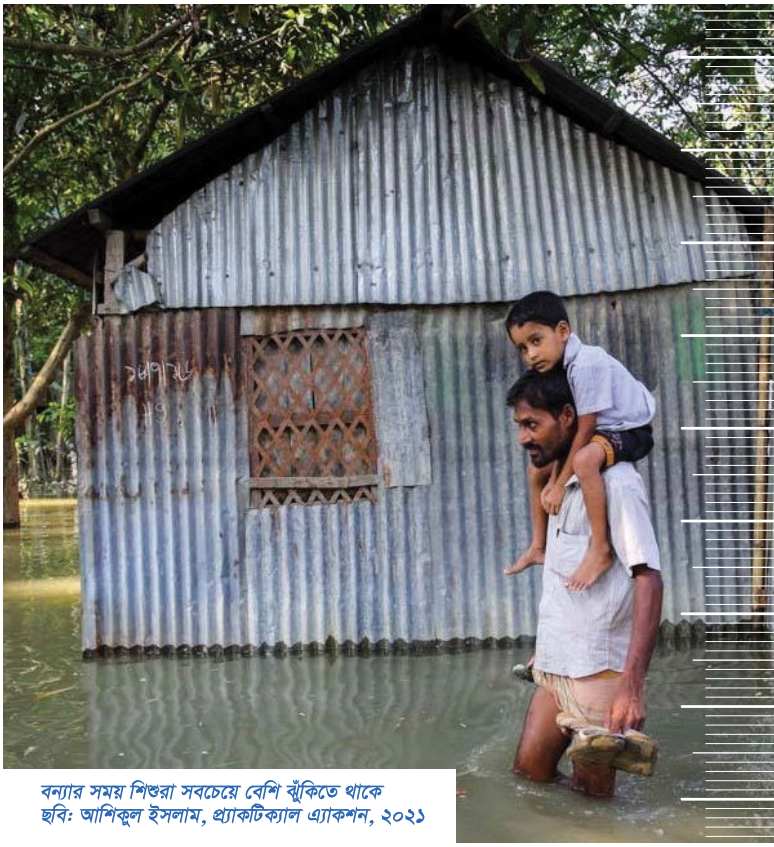

বন্যার সময় শিশুরা সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে থাকে
ছবি: আশিকুল ইসলাম, প্র্যাকটিক্যাল এ্যাকশন, ২০২১

বন্যায় স্বাভাবিক চলাচল ব্যাহত হচ্ছে
ছবি: আশিকুল ইসলাম, প্র্যাকটিক্যাল এ্যাকশন, ২০২১

নীতিমালা বাস্তবায়নের সুপারিশসমূহ

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, ইউনিয়ন পরিষদের বরাদ্দকৃত বার্ষিক উন্নয়ন বাজেট ইউডিএমসি'র দুর্যোগ প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রমে সহায়তা করার জন্য যথেষ্ট নয়। এছাড়া ইউনিয়ন পর্যায়ে দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি (SOD) দ্বারা নির্ধারিত লক্ষ্য পূরণের ক্ষেত্রে কি পরিমান অর্থের প্রয়োজন ইউনিয়ন পরিষদের সেই ধারণাও সীমিত।

স্টাডি থেকে প্রাপ্ত ফলাফল, স্থানীয় প্রতিনিধিদের সাথে পৃথক পৃথক আলোচনা ও বিদ্যমান বিধিমালা পর্যালোচনার ভিত্তিতে ইউডিএমসিকে সক্রিয়করন ও দুর্যোগ প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নে ইউনিয়ন পরিষদকে আরও সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে নিম্নোক্ত চারটি সুপারিশ বিবেচনায় আনা যেতে পারে।

১. সংশ্লিষ্ট সরকারি মন্ত্রণালয় থেকে ইউনিয়ন পরিষদে একটি পৃথক বাজেট ইউডিএমসির জন্য বরাদ্দ করা দরকার যাতে করে ইউডিএমসি স্থানীয় পর্যায়ে দুর্যোগ প্রস্তুতি এবং জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন সংক্রান্ত কাজ করতে পারে।

২. SOD অনুযায়ী স্থানীয় পর্যায়ে ইউডিএমসি'র দুর্যোগ প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার জন্য ইউনিয়ন পরিষদের বার্ষিক উন্নয়ন বাজেট-এ ইউডিএমসি'র জন্য পৃথক বাজেট বরাদ্দ করার মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদ এবং ইউডিএমসি'র মধ্যকার সম্পর্ক জোরদার করা।

৩. সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহ একত্রে কাজ করে স্থানীয় পর্যায়ে সক্ষমতার ঘাটতিগুলিকে চিহ্নিত করে প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করতে পারে । উদাহরণস্বরুপ SOD ম্যান্ডেট, স্থানীয় পর্যায়ে দুর্যোগ ঝুঁকি মূল্যায়ন ও কর্ম পরিকল্পনা প্রস্তুতকরণ, দুর্যোগ মোকাবিলার বাজেট প্রস্তুতি, ইউডিএমসি-সমূহের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ, জবাবদিহিতা ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা যেতে পারে।

৪. ইউডিএমসির সদস্যপদ সম্প্রসারণের কথা বিবেচনা করা এবং কমিউনিটির যে সকল ব্যক্তিবর্গ দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস কার্যক্রমে শক্তিশালী ভূমিকা রাখতে পারে এবং ইচ্ছুক এমন ব্যক্তিবর্গকে ইউডিএমসি'র সদস্যভূক্ত করা। নারীর প্রতিনিধিত্ব ও অংশগ্রহণ গুরুত্বসহকারে নিশ্চিত করা যাতে করে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে ভিন্নতর চাহিদা ও মতামতের প্রতিফলন ঘটে।

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে দুর্যোগ ঝুঁকিতে থাকা কমিউনিটিগুলোর জন্য আরো অর্থায়নের প্রয়োজন রয়েছে। দুর্যোগ প্রাক্কালেই কমিউনিটিগুলোকে প্রস্তুত করার জন্য অনেক কিছু করার আবশ্যকতা রয়েছে। স্থানীয় পর্যায়ে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস করার ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদ অধিকতর ভূমিকা পালন করতে পারে, এই জন্য তাদের অর্থায়ন ও প্রশিক্ষণ প্রয়োজন, আর এই প্রক্রিয়ার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে ইউডিএমসি। এক্ষেত্রে দুর্যোগ ঝুঁকি-হ্রাস ও প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম, দুর্যোগ-পরবর্তী পুনরুদ্ধার ইত্যাদি কার্যক্রমে কিভাবে তারা বিভিন্ন অংশীজনদের সাথে একত্রে কাজ করতে পারে সে সম্পর্কেও প্রশিক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সামগ্রিক কাঠামোর অংশ হিসেবে ইউপি অফিস এবং ইউডিএমসি'র মতো স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে আরও কার্যকরভাবে একীভূতকরণ ও সহায়তার মাধ্যমে যে কোন ছোট থেকে বড় আকারের দুর্যোগের ক্ষতিকর প্রভাব উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে আনা সম্ভব হবে। সর্বোপরি, জলবায়ু পরিবর্তন জনিত ঝুঁকি এবং বিপদাপন্নতা দ্বারা সৃষ্ট চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য স্থানীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানগুলিকে সম্পূর্ণরূপে সক্রিয় হতে হবে।

তথ্যসূত্র

1. Begum, A., Dutta, S., Norton, R. and Venkateswaran, K. (2021). Post Event Review Capability (PERC) Study. Learning from the 2020 Floods in Faridpur District, Bangladesh to build resilience. Boulder, CO: ISET International and the Zurich Flood Resilience Alliance
2. Okura, Y., Dutta, S. (2020). Money Where It Matters: Getting Climate Finance to Local Levels for Impact- Opportunities and Challenges in Bangladesh, Mercy Corps
3. Standing Orders on Disaster (2019), Ministry of Disaster Management and Relief, Government of Bangladesh
4. Khan, T. (2020). Budget Analysis Report: Investment for Flood Resilience, Mercy Corp

জুরিখ ফ্লাড রেজিলিয়েন্স অ্যালায়েন্স (দ্যা অ্যালায়েন্স) একটি মাল্টি-সেক্টরাল পার্টনারশিপ যা বন্যা-ঝুঁকির বিরুদ্ধে কমিউনিটির সহনশীলতা জোরদার করার জন্য উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশগুলির জনগোষ্ঠীকে সমর্থন করার বাস্তব উপায় সন্ধানের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। এই প্রেক্ষাপটে, কনসার্ন ওয়ার্ল্ডওয়াইড এবং প্র্যাকটিক্যাল এ্যাকশন বাংলাদেশের তিনটি বন্যা-প্রবণ জেলা: ফরিদপুর, গাইবান্ধা এবং লালমনিরহাটে জুরিখ ফ্লাড রেজিলিয়েন্স জোটের অংশীদার হিসেবে 'ফ্লাড রেজিলিয়েন্স প্রজেক্ট'-এর নেতৃত্ব দিচ্ছে। জুরিখ ফাউন্ডেশন এই কাজটির অর্থায়ন করেছে, তবে এই পলিসি ব্রিফে প্রকাশিত মতামতগুলি জুরিখ ফাউন্ডেশন কিংবা জুরিখ বীমা গ্রুপের মতামতের প্রতিফলন নয়।

আরো জানতে ভিজিট করুন: www.floodresilience.net

The Zurich Flood Resilience Alliance is made up of the following organizations:

Members of the Zurich Flood Resilience Alliance are funded by the Z Zurich Foundation, with the exception of Zurich Insurance Group.
However, the views expressed in this publication do not necessarily reflect the official position of either the Foundation or the company.